সমকাল

তারিখ 06 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত খুলে দিন

পীযূষ কুমার সাহা

২০১৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটা কলঙ্কের দিন হিসেবেই বিবেচিত হবে। এদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মদদে ছাত্রলীগ ও পুলিশ সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর চালায় অমানবিক হামলা।

এ আন্দোলন একদিনে শুরু হয়নি। প্রায় প্রতি বছরই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনো না কোনো খাতে ফি বৃদ্ধি করছে। আর এবার এই বেতন ও ফি বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল কয়েকগুণ বেশি, সঙ্গে যোগ হয় সান্ধ্য কোর্স। সে কারণেই দানা বাঁধা আন্দোলন ফুঁসে ওঠে হঠাৎ করেই। মাঠে নামেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত হাজার হাজার শিক্ষার্থী। কিন্তু তারা কোনো সহিংসতায় মেতে ওঠেননি। শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই ছিল এর মূল শক্তি।

কিন্তু কতিপয় রাজনৈতিক সংগঠন সুবিধা হাসিলের জন্য এ আন্দোলনকে কলুষিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এতে কিছুটা হলেও লাভবান হয়েছে তারা। শিবির ক্যাম্পাসকে কিছুদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়ে প্রশাসনকে বিপাকে ফেলার চেষ্টায় সফল। ছাত্রলীগও হয়তো প্রশাসনের কাছ থেকে

পেয়েছে কোনো উপহার (!)। আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিজেদের ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য সাধারণ শিক্ষার্থীদের গুলি করতেও দ্বিধাবোধ করল না।

শিক্ষকরা আমাদের পিতৃতুল্য। আমরা যদি কোনো ভুল করি, তাহলে সেটা তাদেরই শুধরে দেওয়ার কথা। আন্দোলন করার কারণে আমরা যদি ভুল করেও থাকি, সে ক্ষেত্রে তাদের উচিত ছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমাদের ভুলগুলো যুক্তি সহকারে বুঝিয়ে বলে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যবস্থা করা। আমরা তো সর্বোচ্চ পর্যায়ে পড়াশোনা করছি। কেউই অতটা অবুঝ নই যে, শিক্ষকরা যদি যুক্তি দিয়ে আমাদের বোঝান আমরা তা মানব না।

আমাদের পিতৃতুল্য সেই শিক্ষকরা এসবের ধারেকাছেও যাননি। রাবার বুলেটে বিদ্ধ করেছেন আমাদের। প্রশাসনের পালিত পেটোয়া বাহিনী যেভাবে আমাদের ওপর গুলি ছুড়েছে এর একটা যদি আজ আমার বুকে লাগত? আমার লাশের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধেয় উপাচার্য স্যার তখন কী জবাব দিতেন। খুব ইচ্ছা হচ্ছে তার সেই জবাবটি শুনতে।

বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়ে প্রশাসনের কোনো ক্ষতি হয়নি। ক্ষতি হয়নি ছাত্রলীগ, শিবির, ছাত্রদলেরও, যা ক্ষতি হওয়ার তা হলো আমাদের। কী অদ্ভুত! আমরা মার খেলাম। কিন্তু আমরাই আজ আপনাদের করা মামলার দাগি আসামি। আবার আমরাই দীর্ঘ সেশনজটে পড়তে যাচ্ছি। অথচ যারা অস্ত্র নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাদের বিরুদ্ধে মামলা তো করেননইনি, উল্টো হলের মধ্যে আরামে ঘুমাতে দিয়েছেন। আর আমাদের বের করে দিয়েছেন কনকনে শীতের মধ্যে।

এ জন্য আমরা কোনো অভিযোগ করব না। আমাদের শুধু একটাই চাওয়া, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়টি দ্রুত খুলে দিন। আমরা আর কতদিন পরিবারের বোঝা হয়ে থাকব? আমাদের বোঝা বানাবেন না। আরেকটা অনুরোধ- শুধু শিক্ষার্থীদের দোষারোপ না করে এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করুন।

○ শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
pijussaha.ru@gmail.com